BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

সর্বহারা

১

ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা,
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার 'পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
দুলিয়ে তরু-কর।

২

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!
পাল তুলে তুই দে রে আজি,
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?
মায়ার নোঙর তোল্!

৩

ভাঙন-ভরা আঙনে তোর
যায় রে বেলা যায়।
মাঝি রে! দেখ্ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায়।
যায় চলে ঐ সাথের সাথী

সূচীপত্র

সর্বহারা
কৃষাণের গান
শ্রমিকের গান
ধীবরদের গান
ছাত্রদলের গান
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার
ফরিয়াদ
আমার কৈফিয়ত
প্রার্থনা
গোকুল নাগ

ঘনায় গহন শাঙন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি
ঘুমুস্ নে আর, হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?

৪

হীরা-মানিক চাসনি ক' তুই
চাস্‌নি ত সাত ক্রোর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-
ভরা অভাব তোর,
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তি-হরা
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-আলো-করা
একটু কুটির-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু, আস্‌ল জরা,
আস্‌ল সিঁদেল-চোর।

৫

মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চলবি ফিরি'
দলবি পাহাড়-কানন-গিরি;
হাঁকছে বাদল ঘিরি' ঘিরি',
নাচছে সিন্ধুজল।
চল্ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্॥

শাঙন অফিস — কলিকাতা
২৪শে চৈত্র, ১৩৩২

কৃষাণের গান

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি — ভাল ক'রেই মরব এবার চল্॥

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টান্‌ছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল॥

ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হ'য়ে আজ ভর্‌তেছে বোতল।

আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মর্‌ছে খোকা, নাই ক' আমার হাত্।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥

ও ভাই আমরা মাটির ঘাঁটি ছেলে দুর্বাদল-শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম,
ঐ হালের ফলায় শস্য ওঠে, সীতা তাঁরি নাম,
আজ হর্‌ছে রাবণ সেই সীতারে — সেই মাঠের ফসল॥

ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানী দিই জান্।
আর সেই খুনে যে ফল্‌ছে ফসল, হর্‌ছে তা শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান!
আজ চারদিক হ'তে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল॥

আজ জাগ্ রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়,
ওরে দেখ্‌বে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল॥

কুলি,
অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

শ্রমিকের গান

ওরে ধ্বংসে-পথের যাত্রীদল।
ধর্ হাতুড়ি,তোল্ কাঁধে শাবল॥

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল্।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় টলে তুষার গলে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে!
মোরা সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি' রে!
আজ মানব-কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।

আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি
আনি ফণীর মাথার মণি,
তাই পেয়ে সব শনি হ'ল ধনী রে।
এবার ফণি-মনসার নাগ-নাগিনী
আয় রে গর্জে মার্ ছোবল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

যত শ্রমিক শু'ষে নিড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই মোদের বলে হ'তেছে পার,
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে।
তবু মোরাই জনম চলছি ঠেলে
ক্লেশ-পাথারের সাঁতার-জল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়
কামান-গোলা, রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে!
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে
ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গ'ড়ে
রইনু জনম ধুলায় প'ড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে!
আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে!

banglainternet.com

এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাঁটা
ময়লা কুলির সেই অনল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা মুটে কল্-বালাসী।
ডুবলে তরী মোরাই তুলতে আসি রে।
আমরা বলির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে।
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥
ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথী!
ধর্ হাতিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে।
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার-নায়ে চড়বি চল্।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

কৃষ্ণনগর
২০শে মাঘ, ১৩৩২

banglainternet.com

ধীবরদের গান

আমরা নিচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্ রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে,
ঐ মুটে-মজুর হেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা
সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এম্‌নি মরা, কই নে কিছু
মড়ার লাথি খেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

হায় ভাই রে, মোদের ঠাঁই দিল না
আপন মাটির মায়ে,
ভাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়
ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই নিত্য-নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে,
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়
আমরা মৎস্য পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা তল করেছি কতই সে ভাই
অথই নদীর জল,
ও ভাই হাজার ক'রেও ঐ হুজুরদের
পাইনে মনের তল।
আমরা অতল জলের তলা থেকে
রোহিত-মৃগেল আনি ছেঁকে রে,
এবার দৈত্য-দানব ধরব রে ভাই
ডাঙাতে জাল ফেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা পাথার-জলে ডুব-সাঁতার দিই
ম'রেও নাহি মরি,
আমরা হাঙর-কুমির-তিমির সাথে
নিত্য বসত করি।

ও ভাই জলের কুমির জয় ক'রে কি
কুমির হ'ল ঘরের ঢেঁকি রে,
ও ভাই মানুষ হ'তে কুমির ভালো
খায় না কাছে পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলে জাল ফেলে রই,
হোথা ডাঙার 'পরে
আজ জাল ফেলেছে জালিম যত
জমাদারের চরে।
ও ভাই ডাঙার বাঘ ঐ মানুষ-দেশে
ছেলে-মেয়ে ফেলে এসে রে,
আমরা বুকের আগুন নিবাই রে ভাই,
নয়ন-সলিল ঢেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ওরে সপ্ত লক্ষ শির মোদের ভাই
চৌদ্দ লক্ষ বাহু,
ওরে গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ
চৌদ্দজনা রাহু।
যে চৌদ্দ লক্ষ হাত দিয়ে ভাই
সাগর মথে দাঁড় টেনে যাই রে,

সেই দাঁড় নিয়ে আজ দাঁড়া দেখি
মায়ের সাত লাখ ছেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলের জল-দেবতা,
বরুণ মোদের মিতা,
মোদের মৎস্যগন্ধার ছেলে ব্যাসদেব
গাইল ভারত-গীতা।
আমরা দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে
জল-তরঙ্গ বাজাই জলে রে,
আমরা জলের মতন জল কেটে যাই,
কাটব দানব পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা খেপলা জাল আর ফেলব না ভাই,
একলা নদীর তীরে,
আয় এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে
ধর্ বেড়াজাল ঘিরে।
ঐ চৌদ্দ লক্ষ দাঁড়-কাঁধে ভাই,
মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
ঐ আঁশ-বঁটিতে মাছ কাটি ভাই,
কাটব অসুর এলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

কৃষ্ণনগর
২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৩

ছাত্রদলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিষাণ ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে-যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল॥
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন
আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল!
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল!
আমরা ছাত্রদল॥

banglainternet.com

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্যকালের ডাক;
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিন
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর।
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভরেছি মার শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

কৃষ্ণনগর
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

banglainternet.com

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

কোরাস :

১

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী। আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী। বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী। তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি', নিয়াছ যে মহাভার!

banglainternet.com

৫

কাণ্ডারী। তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

কৃষ্ণনগর
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

ফরিয়াদ

১

এই ধরণীর ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান। —
আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া,
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভ'রে ওঠে সারা প্রাণ!
এত ভালো তুমি? এত ভালবাসা? এত তুমি মহীয়ান?
ভগবান। ভগবান।

২

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর কত সে মহৎ, পিতা।
সৃষ্টি-শিয়রে ব'সে কাঁদ তবু জননীর মত ভীতা।
নাহি সোয়াস্তি নাহি যেন সুখ,
ভেঙে গড়, গ'ড়ে ভাঙ, উৎসুক।
আকাশ মুড়েছ মরকতে — পাছে আঁখি হয় রোদে ম্লান।
তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ!
ভগবান! ভগবান!

৩

রবি-শশী তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে —
এই দিবারাতি আকাশ-বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল, —
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান, —
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান'!
ভগবান। ভগবান।

৪

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো তুমি ভাল জান, নহে তাহা অপরাধ।
তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান!
ভগবান! ভগবান!

৫

তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধুলা-মাটি,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি!
ময়ূরের মত কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া!
সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান।
ঈর্ষায় মাতি' করে কাটাকাটি, রচে নিতি ব্যবধান!
ভগবান! ভগবান!

৬

তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী!
মাটির ঢিবিতে দু'দিন বসিয়া
রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া!
সে পেষণে তারি আসন ধসিয়া রচিছে গোরস্থান!
ভাইএর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান!
ভগবান! ভগবান!

৭

জনগণের যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন!
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।
ভগবান! ভগবান!

৮

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি!
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ!
এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান!
পীড়িত মানব পারে না ক' আর, স'বে না এ অপমান!
ভগবান! ভগবান!

৯

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহি ক' আর!
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার!'
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ!
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান, —
"জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান!"

১০

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।
তাজা ফুল-ফলে অঞ্জলি পুরে
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে,
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ —
এতদিনে ভগবান!

১১

যে আকাশ হতে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা
সে আকাশ হতে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কারা?
উদার আকাশ বাতাসে কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কার কামান
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত? হবে না প্রতিবিধান?
ভগবান! ভগবান!

banglainternet.com

১২

তোমার দম্ভ হস্তরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ি?
ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান্।
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান।
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান —
এতদিনে ভগবান।

১৩

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো —
আকাশ বাতাস বাহিরেতে আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান —
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান।
জয় নব উত্থান।

হুগলি,
৭ আশ্বিন, ১৩৩২

আমার কৈফিয়ত

১

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!

২

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে!
বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে।
পড়ে না ক' বই, বয়ে গেছে ওটা।
কেহ বলে বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা।
কেহ বলে, মাটি হল হয়ে মেটো জেলে বসে শুধু তাস খেলে!
কেহ বলে, 'তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস্ জেলে!'

৩

গুরু কন, তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা:
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
আমি বলি, প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি!
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিংসুরা কন, 'আড়ি চাচা!'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা।

৪

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লারা কন হাত নেড়ে',
'দেব-দেবী নাম মুখে আন, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে:
ফতোয়া দিলাম — কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও!
'আমপারা'-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!'
হিংসুরা ভাবে, পাশী শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত-নেড়ে!

৫

আন্‌কোরা যত নন্‌ভায়োলেন্ট্ নন্-কো'র দলও নন্ খুশি।
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি বিপ্লবী-মন তুষি।
'এটা অহিংস' বিপ্লবী ভাবে,
'নয় চর্‌কার গান কেন গাবে?'
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কন্‌ফুসি!
স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি!

৬

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা। নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!
'বিলেত ফেরনি?' প্রবাসী-বন্ধু ক'ন, 'এই তব বিদ্যে ছি!'
ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি'! —
যুগের না হই হুজুগের কবি
বটি ত রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর ক'ষে কষি হৃদ-পেশি।
দু'কানে চশ্‌মা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হ'তেছে নিঁদ বেশি!

৭

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?
হাত উঁচু আর হ'ল না ত' ভাই, তাই লিখি ক'রে ঘাড় নিচু!
বন্ধু! তোমরা দিলে না ক' দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন নাম।
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

৮

বন্ধু! তুমি ত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে।
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে!
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল। মানিল না রবি গম্ভীরে।
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে'!

৯

আমি বলি, ওরে কথা শোন্ ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস খোশ্-হালে।
প্রায় 'হাফ' -নেতা হ'য়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও ফসকালে
'ফুল'-নেতা আর হবেনি যে, হায়। —
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

১০

বোঝে না ক' যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি? দিন যাবে এবে পান খেয়ে!
রবে না' ক' ম্যালেরিয়া মহামারি,
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ি,
চাঁদা চাই, তা'র ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে।

১১

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায় খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না ক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

১২

আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুদিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ।

১৩

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে।
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে।
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

১৪

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো — যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

প্রার্থনা

[গান]

এস যুগ-সারথি নিশঙ্ক নির্ভয়
এস চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়
জয় জয়।
জয় জয়।

এস বীর অনাগত
বজ্র-সমুদ্যত।
এস অপরাজেয় উদ্ধত নির্দয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

হে মৌনী জন-গণ-
বেদনা-বিমোচন-
যুগ-সেনানায়ক! জাগো জ্যোতির্ময়।
জয় জয়।
জয় জয়।

ওঠে ক্রন্দন ওই
এস বন্ধন-জয়ী।
জাগে শিশু, মাগে আলো, এস অরুণোদয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের ; ছিন্ন শতদল
হ'ল তব পথ-সাথী ; হিমানী-সজল
ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া-বধূ ব্যথা-জাগানিয়া !
এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফুল-খসা
শিশির-তিমির-রাত্রি ; শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী
কয়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী।
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি, বিরহ-অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন !
যে-কান্না এল না চোখে, মর্মে হ'ল লীন
বক্ষে তাহা নিল বাসা হ'ল রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু ভাঙা !

বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন্ দিন,
কোন্ দিন সৈঁউতির মালা হ'তে তার
ঝ'রে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার —
জানি নাই ; জানি নাই, তোমার জীবনে
হাসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী।
কোন্ বনান্তর হ'তে ঘর-ছাড়া বাঁশি
ডাক দিল, তুমি জান। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পথখানি।
সেধেছিল, এঁকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।

রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে। আজ তুমি নাই,
মোরা তব পায়ে-চলা পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানি না ক' আজ তুমি কোন্ লোকে রহি'
শুনিছ আমার গান, হে কবি বিরহী।
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে ?
তব পথ-সাথী যারা — কিছু ডাকি কহে —
'ওগো বন্ধু শেফালির, শিশিরের প্রিয় !
তবু যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও
আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি !'
শুনিতে পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী ?
কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে ?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের কেতারে ?
কতদূরে আছ তুমি কোথা কোন্ বেশে
লোকান্তরে না সে এই হৃদয়েরি দেশে
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা ?
হৃদয়ে বসিয়া শোন হৃদয়ের ভাষা ?...
হারায়নি এত সূর্য এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু হওনি ক' হারা।...

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে। নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় ক'রে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে, —
আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি তৃপ্তি নাই —
যত পাই তত চাই — আরো আরো চাই, —
সেই নেশা সেই মধু নাড়ি-ছেঁড়া টান
সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান, —
সব নিয়ে গেছে বন্ধু। সে কল-কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত-উতরোল।
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে।...

হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা
হয় ত এ মরু-পথে হয়নি ক' হারা,
হয় ত আবার তুমি নব পরিচয়ে
দেবে ধরা ; হবে ধন্য তব দান লয়ে
কথা-সরস্বতী। তাহা লয়ে ব্যথা নয়,
কত বাণী এল, গেল, কত হ'ল লয়,
আবার আসিবে কত। শুধু মনে হয়
তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়
আপনারে ক্ষয় করি' যে অক্ষয় বাণী
আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাণি
পাতি' করে লবে তাহা ; তবু যেন হায়
হৃদয়ের কোথা কোন ব্যথা থেকে যায়!
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন
গুমরি' গুমরি' ফেরে, হু হু করে মন।...

banglainternet.com

বাণী তব — তব দান — সে ত সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু। যে ক্ষতি একের
সেথায় সান্ত্বনা কোথা? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারায়েছি — বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই।
কবির আনন্দ-লোকে নাই দুঃখ-শোক,
সে-লোকে বিহ্বরে যারা তারা সুখী হোক।
তুমি শিল্পী, তুমি কবি, দেখিয়াছে তারা,
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা!

"পথিকে" দেখেছে তা'রা দেখেনি "গোকুলে,"
ভুবেনি ক' — সুখী তা'রা — আজো তারা কূলে।
আজো মোরা প্রাণাচ্ছন্ন, আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না।
আত্মীয়ে স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুলে পড়েছে মনে — তাই অশ্রু ঝরে।

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা,
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা,
না পূরিতে জীবনের সকল আস্বাদ —
মধ্যাহ্নে আসিল দূত! যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি' ধরে, যেতে নাহি চায়!
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায়।
ধরার নাড়িতে পড়ে টান! তরুলতা
জল বায়ু মাটি সব কয় যেন কথা!
যেয়ো না ক' যেয়ো না ক' যেন সবে বলে —
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল।
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ লালে-লাল
হ'ল ছিন্ন প্রাণ। বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা
রয়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা!

banglainternet.com

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয়ত মিটেছে তৃষ্ণা, হয়ত আবার
ক্ষুধাতুর! — স্রোতে ভেসে এসেছ এ-পার!
অথবা হয়ত আজ হে ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক।

হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,
যেখানে যে-লোকে থাক করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ,
আমারে অঞ্জলি করি' করিনু অর্পণ!

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি' আত্মদান,
যাহারা সৃজন করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ-সহজ আয়োজন এ স্মরণ-দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার!

নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে,
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন, নাই কোলাহল;
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বক্ষ-ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্গগত!
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্মাণ
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান।

দু'দিনে ওদের গড়া প'ড়ে ভেঙে যায়,
কিন্তু স্রষ্টা সম যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি, সৃজিছে মানুষ —
অচেনা রহিল তারা। কথার ফানুস
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী।
আজটাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।
আজ তাহা নয় বন্ধু, হবে সে তখন, —
পূজা নয় — আজ শুধু করিনু স্মরণ।

হুগলি,
৩০শে কার্তিক, ১৩৩২

banglainternet.com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com